14

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ভাংচুরের পরীক্ষা এবং পরীক্ষার্থী

সংক্রামক রোগের জীবাণু যেমন জলবায়ু এবং বিভিন্নভাবে সংক্রমিত হয়, তেমনি রাজধানী ঢাকা নগরীতে কোন একটি দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত সভা, সমাবেশ, মিছিল এবং ভাংচুরের ঘটনাটিও দেশের জেলা থেকে শুরু করে মফস্বলের এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সম্প্রতি এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা নয়া বিধি বাতিল করার জন্যে রাজধানী ঢাকা নগরীতে সমাবেশ ও মিছিল করে। এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সরকারী সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবিতে গত বৃহস্পতিবার ৩ নবেম্বর দুপুরে শিক্ষার্থীরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। উক্ত বিক্ষোভকারীরা ঢাকার পল্টন, জিপিও এলাকার আশপাশে গাড়ি ভাংচুর করে বলে গত শুক্রবার ৪ নবেম্বর পৃথক একটি দৈনিক পত্রিকা একটি সংবাদচিত্র প্রকাশ করে। উক্ত সংবাদচিত্রের ক্যাপশনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিক্ষোভকারীরা নগরীর অসংখ্য গাড়ি ভাংচুর করে। বিক্ষোভকারীরা বিজয়নগর এলাকায় এক ভদ্রমহিলার গাড়ি ভাঙ্গতে উদ্যত হলে গাড়ির ভদ্রমহিলা তাদের কাছে ক্ষমা চায়। এ পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা তার কাছ থেকে টাকা আদায় করে এবং গাড়িটিকে অক্ষত ছেড়ে দেয়। বিক্ষোভকারীরা এহেন আক্রমণ ছাড়াও তাদের আচরণ সকল শিষ্টাচার অতিক্রম করে যায় বলে উক্ত ছবির ক্যাপশনে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদচিত্রের ক্যাপশনে উল্লেখ আছে যে, এ সময় বিক্ষোভকারীরা পথচারী ও রিক্সারোহী মেয়েদের ওড়না টেনে নেয়ার মতো উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করে। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ নাকি পুলিশের নাকের ডগার ওপরেই ঘটেছে। দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে এই, বিক্ষোভকারীদের পুলিশ নাকি কোন প্রকার বাধা প্রদান করেনি। বিষয়টি কেবলমাত্র রাজধানী ঢাকাতে সীমাবদ্ধ থাকলে এবং এখানেই সমাপ্ত হলে আমাদের বলার কিছু থাকতো না। কিন্তু এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের দাবি ঢাকার বাইরে সংক্রামক ব্যাধির মতোই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে দেখে দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন হতে হচ্ছে।

ঢাকায় যে ঘটনার অবতারণা হয়েছে চারদিন পর তা চুয়াডাঙ্গা, বরিশালসহ বেশ ক'টি স্থানে সংক্রমিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত রবিবার পৃথক একটি দৈনিকে চুয়াডাঙ্গায় এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী বিক্ষোভকারীদের হামলায় ৫টি গাড়ি ভাংচুর এবং একজন পুলিশের এএসআই আহত হওয়ার সংবাদ প্রকাশ করেছে। এছাড়া আমাদের জনকণ্ঠের সংবাদদাতার সংবাদে বরিশালের ডিসি অফিস ঘেরাও, গাড়ি ভাংচুরের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া ন্যায্য কি অন্যায্য বিচারের ভার কর্তৃপক্ষের। তবে একথা ঠিক, আমরা অনেকাংশে সকল ন্যায্য দাবির সপক্ষে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, দাবি আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া সন্ত্রাস, ভাংচুর এবং গাড়ির মালিকের নিকট থেকে চাঁদা আদায়ের মতো মস্তানীকে কোন অবস্থায়ই সহানুভূতিসহকারে দেখতে পারি না। যে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর ন্যায্য দাবি আদায় করতে হলে দেশবাসীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে দরকার হয় বলেই আমরা মনে করি। এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যে নয়া বিধি কর্তৃপক্ষ বলবত করেছে তা বল প্রয়োগ করে, রাস্তার গাড়ি ভাংচুরে আদায় হবে কি-না তা আমাদের জানা নেই। তবে যে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা যে দাবি আদায়ের সহজ পথ ও পদ্ধতি হতে পারে না এটা যেন আজ কোন মহলই মেনে নিতে পারছে না। এই প্রবণতা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ থেকে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে একথা সকল নাগরিকই স্বীকার করবেন।

আজ শ্রমিক শ্রেণী থেকে শুরু করে বিসিএস ক্যাডার, পাস করা ডাক্তার, শিক্ষিত শিক্ষক মহলসহ সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী তাঁদের নিজস্ব দাবি আদায় হিসাবে ধর্মঘট, বিক্ষোভ এবং সর্বশেষ ভাংচুর ও জনজীবনকে বিশৃঙ্খল করে তোলার পথকে প্রকৃষ্ট বলে গ্রহণ করেছে। গণতন্ত্রে এসকল পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হলেও উপর্যুপরি এই ভাংচুর, লাগাতার ধর্মঘট বৃহত্তর জনজীবনের কাছে তা অসহনীয় হতে যে পারে সেটাওতো ভেবে দেখা দরকার। যে কোন একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর যে কোন দাবিতে জনজীবনকে বিশৃঙ্খল করে তোলার এখতিয়ার গণতন্ত্রে স্বীকৃত হতে পারে না। কোন বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা জাতীয় কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলন বা দাবি আদায়ের যে কোন কর্মসূচী জনগণ ক্ষতি স্বীকার করেও তা সহানুভূতি সহকারে গ্রহণ করে। কিন্তু এ ধরনের হঠকারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা কেউ কখনও কোথাও গ্রহণ করে বলে আমাদের জানা নেই। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বেশ কিছু শর্তাবলী শিথিল করেছে।

তবে একথাও ঠিক, এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ওপর সরকার যে নয়া বিধি বলবত করেছে সে বিষয়টিতেও বিভিন্ন মহলের আপত্তি রয়েছে। সরকারও এ বিষয়টি নিয়ে উচ্চতর কোন শিক্ষক মহলের মতামত অনুসারে নতুন বিধি প্রণয়ন করেছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন না। কারণ যথার্থ বিধি প্রণীত হলে তা সর্বমহলে গ্রাহ্য বলেই বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা হয়নি বলেই সম্প্রতি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভসহ ভাংচুরের মতো উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শনের মতো অনভিপ্রেত ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। আমরা এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত নয়া বিধি সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ না করে পারছি না। কারণ এ দেশে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে অহেতুক বড় ধরনের অরাজকতা সৃষ্টিকারী ও উস্কানি দেয়ার মতো মানুষের অভাব নেই। আমরা এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ঢাকা নগরীতে বিক্ষোভ করার নামে চাঁদা আয়ের মতো ঘৃণ্য কৌশল ও চলাচলকারী রিক্সারোহী মা-বোনদের শাড়ি-ওড়না ধরে টানাটানি করার মতো নক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ করতে চাই এবং এহেন অশ্লীল কাণ্ড-কারখানায় শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে এটুকু আবেদন করতে চাই যে, শিক্ষার্থীরা জাতির মেরুদণ্ড। আবেগের আচরণ করা ঠিক নয়, যে আচরণে জাতির মাথা ধুলায় লুণ্ঠিত হয়